যুগান্তর

তারিখ 18 OCT 2017

গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

'ক্যাম্পাস পুলিশ' থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে

মুসতাক আহমদ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের সময় অপচয়, ভোগান্তি ও অর্থের অপচয় বন্ধে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষার যে চৌত্রিশটি দিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার আনার কথা প্রস্তাবিত কৌশলপত্রে বলা হচ্ছে, এর অন্যতম এটি।

এ প্রসঙ্গে কৌশলপত্রে বলা হয়, 'এতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি, অর্থ ও সময়ের অপচয় বন্ধ হবে। অভিন্ন প্রশ্নে সমগোত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষা দিলে মেধা মূল্যায়নেও সমতা বিধান সম্ভব হবে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারে।' বিদ্যমান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে আলাদা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করলেও তা আলাদা হচ্ছে। অথচ অভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে সারা দেশের শতাধিক মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

কৌশলপত্রের ওপর রোববার রাজধানীতে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ একটি মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রস্তাব সমর্থন করেন। বর্তমানে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য পরীক্ষা ছাড়া শুধু এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'প্রত্যেক ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব চিন্তা-ধারণা আছে। আলাদাভাবে তারা পরীক্ষা নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাই ভর্তির জন্য বোর্ড পরীক্ষার মতো আরেকটি পাবলিক পরীক্ষার প্রবর্তন আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।'

প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা কৌশলপত্রে প্রথম ৫ বছরের (২০২১ সাল) মধ্যে যে ৩৪টি অগ্রাধিকার কর্মসূচি বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে, তার নাম দেয়া হয়েছে 'ফার্স্ট ট্র্যাক প্ল্যান অব অ্যাকশন' (এফটিপিএ)। তবে এগুলোর মধ্যে আটটি ২০২১ সালের মধ্যেই শেষ করা হবে। বাকি ২৬টির বাস্তবায়নে আরও দু'ধাপ সময় নেয়া হবে। কৌশলপত্র অনুযায়ী দ্বিতীয় ধাপ ২০২৬ এবং শেষ ধাপে লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় নির্ধারিত আছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষা বিশ্বমানে উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্মুক্ত ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশের আলোকে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এতে থাকবে। তবে সবার পরামর্শগুলো এতে সন্নিবেশিত করা হবে।

২০২১ সালের মধ্যে শেষ করার অগ্রাধিকার তালিকায় থাকা কর্মসূচির মধ্যে আরও আছে- সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন আইন তৈরি; লিখিত এবং ডেমো ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ; ইউজিসি পুনর্গঠন করে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন (হেক); বিসিএসআইআর (সায়েন্স ল্যাবরেটরি) আপগ্রেড করে সেটিকে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে পরিণত এবং ঢাকার বাইরে এর চারটি সমৃদ্ধ শাখা স্থাপন; জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল (এনআরসি) স্থাপন; অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (এসিবি) কার্যকর; বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন; প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন।

নাম প্রকাশ না করে ইউজিসি এবং হেকেপের একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, ২০০৬ সালের কৌশলপত্রের ২৬টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন হয়নি। সেগুলোও নয়া কৌশলপত্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন ও ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অভিন্ন আইন তৈরিসহ উল্লিখিত দিকগুলো আছে। আরও আছে, উচ্চশিক্ষায় জাতীয় বাজেটের ৬ শতাংশ বরাদ্দ, যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন; সংসদে পাস হয়েছে বা খসড়া পর্যায়ে আছে এমন আইনের আলোকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; চাহিদামাফিক আরও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি। আগের কৌশলপত্রে এসব কাজ ২০০৭ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল।

সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আইসিটি সুবিধার ব্যবস্থা; এজন্য উচ্চশিক্ষা তহবিল গঠন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গবেষণা সমন্বয়ের জন্য সেল গঠন; পিএইচডিসহ নতুন গবেষণায় সহায়তাসহ বেশকিছু দিক ২০১৩ সালের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু একটিও হয়নি বলে নতুন কৌশলপত্রে জায়গা পেয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে তিনটি কাজ করার কথা ছিল। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, পোস্ট গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বঅর্থায়নে পরিচালনা (জিরো বেইসড বাজেটিং)। এগুলো নিয়ে এখন কাজ করার লক্ষ্য নির্ধারিত হচ্ছে। ২০২৬ সালের মধ্যে চাহিদামাফিক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী টিউশন ফি যৌক্তিকীকরণ কাজ নির্ধারিত ছিল। এগুলো বাস্তবায়ন হয়নি বলে এখন বাস্তবায়নে নতুন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এবারের ফার্স্ট ট্র্যাক পরিকল্পনায় আরও আছে, উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের ২ শতাংশ উন্নীত করা (বর্তমানে আছে দশমিক ৭৩ শতাংশ); ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পর্যালোচনা ও সংশোধন; বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন; ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। বিশ্ববিদ্যালয়-ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ স্থাপন; জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে পোস্ট গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর; রিসার্চ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; বিশ্ববিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু; বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মেধাস্বত্ব অধিকার নিশ্চিত; মন্ত্রণালয়ে গবেষণা সমন্বয় সেল প্রতিষ্ঠা। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটিভিত্তিক তথ্য ও ব্যবস্থাপনা সিস্টেম গড়ে তোলা এবং একটি স্বচ্ছ ইনফরমেশন স্ট্রাটেজি পরিচালনা; শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রামাঞ্চলে কমপক্ষে একটি আবাসিক সেমিস্টার এবং শিক্ষানবিসি প্রোগ্রাম চালু; শিক্ষার্থীদের ঋণ দেয়ার লক্ষ্যে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন; গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। এছাড়া ভিসি নিয়োগে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিফলন; একই নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক্যাম্পাস নিরাপত্তা টিম' বা 'ক্যাম্পাস পুলিশ' থাকবে; এসব কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকেই নিয়োগের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব আছে নয়া কৌশলপত্রে।